Uttara Preparatory School (UPS)

Uttara, Dhaka - 1230

Class:V BM & EM

Sub: Bangla 1st Paper

(3rd Week)

* কবিতা : স্বদেশ

* শব্দার্থ :

শব্দ	অর্থ
কড়ি	এক ধরনের ছোট্ট সাদা ঝিনুক।
টুকটুক	গাঢ়, সুন্দর।
শিল্পী	যিনি কোনো শিল্পকলার চর্চা করেন তিনিই শিল্পী।
পাখপাখালি	নানা ধরনের পাখি।
বাড়ি	গৃহ।
বেশ	সাজ।
রকম	ধরন।
আঁকা	অঙ্কন করা।
ছবি	চিত্র।
স্বদেশ	নিজ দেশ।
কলকাকলি	পাখির ডাক।
স্বচ্ছ	পরিষ্কার।
হৃদয়	মন।
রঙ	বর্ন।
দোলে	দোল খায়, নড়ে।
হাট	বাজার।
দিন	দিবস।
মুখ	বদন।

* যুক্তবর্ণ :

① ল্প = ল্ + প = শিল্পী ।

② ন্ত = ন্ + ত = শান্ত ।

③ স্ব = স্ + ব = নিজস্ব ।

④ চ্ছ = চ্ + ছ = কচ্ছপ ।

⑤ ন্দ = ন্ + দ = মন্দ ।

⑥ স্ক = স্ + ক = স্কুলে ।

* প্রশ্নোত্তর :

১। কী দেখে মনে হয় মাঠের পরে মাঠ চলেছে — দুটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : আমাদের এই বাংলাদেশে আছে অবারিত ফসলের খেত, খোলা সবুজ মাঠ, তারপর গ্রাম, তারপর আবার মাঠ। এ দেখে মনে হয় মাঠের পর মাঠ চলেছে, কোথাও এর শেষ নেই।

২। কবিতাংশের ছেলেটি কার প্রতিনিধিত্ব করছে ? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : কবিতাংশের ছেলেটি দেশের প্রতিটি বিষয়ই ভালোবাসে, দেশের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়। কবিতার ছেলেটি মুগ্ধ হয়ে বাংলার প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে। তাই সে এ দেশের প্রত্যেক বাঙালির প্রতিনিধিত্ব করে।

৩। কবির ছবি আঁকতে রং-তুলি লাগে না কেন?

উত্তর: বাংলার জীবন ও প্রকৃতি মিলিয়ে যে ছবি তা অপরূপ সুন্দর। বাংলার প্রকৃতির এই ছবি কবির মনের মধ্যে আঁকা। তাই কবির ছবি আঁকতে কোনো রং-তুলি লাগে না।

৪। বাংলাদেশ কেমন দেশ? এদেশের নদী সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখ।

উত্তর: বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এ দেশের নদী সম্পর্কে চারটি বাক্য নিচে লেখা হলো:

① বাংলাদেশের চারটি বড় নদী গঙ্গা, যমুনা, পদ্মা ও মেঘনা।
② এদেশে সবখানেই নদী দেখা যায়।
③ নদীগুলো দেশের আশীর্বাদ স্বরূপ।
④ মূলত নদীর কল্যান ধারাতেই দেশের কল্যান নিহিত।

৫। কবির কাছে তাঁর জন্মভূমি এত প্রিয় কেন? চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তর: জন্মভূমি কবির কাছে এত প্রিয় হওয়ার কারন, তিনি জন্মভূমির আলো-বাতাসেই বেড়ে উঠেছেন। নিচে এ সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখা হলো:

① এদেশের মাটির সাথে কবির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।
② এদেশের পাহাড়, নদী, মাঠ, খেত সব তাঁর চেনা।
③ পৃথিবীর অন্য কোনো স্থানে তিনি সুখ-শান্তির আশা করেন না।
④ এই দেশ নানাভাবে তাঁর জীবনকে ভরিয়ে তুলেছে।

৬। 'সব মিলে এক ছবি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?

উত্তর: প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আঁধার এই বাংলাদেশের সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি ও মানুষের নিত্যদিনের জীবনযাত্রার চিত্র- সব মিলে যেন এক ছবি। 'সব মিলে এক ছবি' বলতে যা বুঝানো হয়েছে তা হলো, সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশের যে দিকেই চোখ যায় শুধু সবুজ আর সবুজ। মাঠে মাঠে সবুজ ফসলের খেত। চারদিকে গাছগাছালিতে পরিপূর্ণ। গাছে গাছে পাখপাখালির মেলা। তারপর অপার অবারিত খোলা সবুজ মাঠ, মাঝে মাঝে গ্রাম, আবার মাঠ। এভাবেই মাঠের পরে মাঠ চলেছে। ভোর না হতেই গ্রাম্য বধূরা কলসি কাঁখে নদীতে পানি আনতে যাচ্ছে। কৃষকেরা যাচ্ছে মাঠে কাজ করতে। জেলেরা যাচ্ছে মাছ ধরতে আর মাঝি নদীতে নৌকা চালানোর জন্য পাল তুলছে। গ্রামবাংলার এই যে চিরচেনা চিত্র সবই ছবির মতো মনে হয়। এদেশের মানুষজন ও নানা রকম বেশভূষা পরে। কারণ এদেশে শুধু বাঙালি নয়, নানা ধরনের মানুষ রয়েছে। প্রত্যেকেরই আলাদা পোশাক, উৎসব ও সংস্কৃতি রয়েছে। আর এ সবকিছু মিলে যেন ছবির মতোই মনে হয়।

* গদ্য : মাটির নিচে যে শহর

* শব্দার্থ :

শব্দ		অর্থ
জনপদ	—	লোকালয়, শহর।
প্রাচীনতম	—	প্রাচীন হলো পুরাতন বা বহুকাল আগের কিছু। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলে তম যোগ করা হয়।
নিদর্শন	—	প্রমাণ, চিহ্ন বা উদাহরণ।
অভিভূত	—	আচ্ছন্ন হয়ে পড়া।
ঐতিহাসিক	—	যাঁরা ইতিহাস লেখেন বা ভালো জানেন।
খ্রিষ্টপূর্ব	—	যিশুখ্রিষ্টের জন্মের পূর্বের বৎসর বোঝাতে বলা হয় খ্রিষ্টপূর্ব।
উপত্যকা	—	দুই পাহাড় বা পর্বতের মাঝখানের সমতল ভূমি বা নিচু ভূমি।
প্রাচীন	—	পুরাতন বা বহুকাল আগের কিছু।
খনন	—	গর্ত, মাটি খোঁড়া।
রৌপ্যমুদ্রা	—	রুপার মুদ্রা।
মুদ্রা	—	টাকা।
জায়গা	—	স্থান।
যুগ যুগ	—	দীর্ঘ সময়।
ধাতব	—	ধাতু দিয়ে তৈরি।
বসতি	—	আবাস।
অঞ্চলে	—	এলাকায়।

* যুক্তবর্ণ :

১. ঞ্চ = ঞ্‌ + চ = অঞ্চল ।
২. স্ত = স্‌ + ত = রাস্তা ।
৩. ষ্ক = ষ্‌ + ক = আবিষ্কার ।
৪. ত্ম = ত্‌ + ম = আত্মীয় ।
৫. স্থ = স্‌ + থ = স্থান ।
৬. ঙ্গ = ঙ্‌ + গ = সঙ্গে ।
৭. ষ্ট = ষ্‌ + ট = খ্রিষ্ট ।
৮. ন্দ = ন্‌ + দ = সুন্দর ।
৯. ন্ত = ন্‌ + ত = অন্তু ।
১০. শ্ব = শ্‌ + ব = বিশ্ব ।
১১. ন্ন = ন্‌ + ন = বিভিন্ন ।
১২. স্ক = স্‌ + ক = স্কুল ।
১৩. ম্প = ম্‌ + প = সম্পর্ক ।
১৪. দ্ধ = দ্‌ + ধ = বদ্ধ ।
১৫. ল্ল = ল্‌ + ল = কেল্লা ।

* প্রশ্নোত্তর :

১। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলতে কী বোঝ?

উত্তর : 'প্রত্ন' শব্দের অর্থ অতি পুরাতন বা প্রাচীন। এই সম্পর্কিত যে তত্ত্ব তাই হচ্ছে প্রত্নতত্ত্ব। আর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বা চিহ্ন হলো প্রাচীনকালের জিনিসপত্র, মুদ্রা, অট্টালিকা, স্থাপত্য, গহনা, ধাতব বস্তু ইত্যাদি।

২। উয়ারী-বটেশ্বর বলে যা শোনা যায় তা আসলে কী?

উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বর বলে যা শোনা যায় তা আসলে বাংলাদেশের সুপ্রাচীন জনপদ। উয়ারী ও বটেশ্বর পাশাপাশি দুটি গ্রাম। এই দুই গ্রামে প্রায়ই বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান পাওয়া যেত।

৩। ব্রহ্মপুত্র নদ আগে কোথা দিয়ে প্রবাহিত হতো আর এখন কোথায়?

উত্তর: ব্রহ্মপুত্র নদ আগে ১৭৭০ সাল পর্যন্ত ময়মনসিংহ পেরিয়ে নরসিংদী জেলার বেলাবো উপজেলার কাছে দক্ষিণ দিকে গিয়ে প্রাচীন সোনারগাঁ নগরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতো। আর এখন নরসিংদী দিয়ে বয়ে গেছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ।

৪। উয়ারী-বটেশ্বর কত বছর আগের এবং তা এরকম হলো কী করে?

উত্তর: উয়ারী-বটেশ্বরের সুপ্রাচীন জনপদ হাজার হাজার বছর আগের। সম্ভবত বড় ভূমিকম্প, বন্যা-প্লাবন আর নদী ভাঙনের কারণে এসব অঞ্চলে ভূ-প্রকৃতির বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে এরকম হয়েছে।

৫। কোন কোন নিদর্শন থেকে উয়ারী-বটেশ্বরের সময়কাল জানা যায়?

উত্তর: উয়ারী-বটেশ্বর খনন করে প্রাচীন দুর্গ-নগর, ইটের স্থাপত্য, বন্দর, রাস্তা, পোড়ামাটির ফলক, মূল্যবান পাথর, পাথরের বাটখারা, কাচের পুঁতি, মুদ্রাভান্ডার ইত্যাদি নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানে প্রাপ্ত মুদ্রাগুলো ভারত-উপমহাদেশের মধ্যে প্রাচীনতম। এ থেকে বিশেষজ্ঞদের ধারণা মাটির নিচে থাকা এই স্থানটি প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরোনো।